বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২২-২০২৩

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সম্পাদনা বোর্ড
চন্দন কুমার দে
অধ্যাপক ড.এ কে এম শাহনাওয়াজ
অধ্যাপক স্থপতি ড. আবু সাঈদ এম আহমেদ
নাফরিজা শ্যামা
অধ্যাপক মালিহা নার্গিস আহমেদ
মোঃ আমিরুজ্জামান
রাখী রায়
কৃতজ্ঞতা স্বীকার
মাইনুর রহিম
খোন্দকার জাহিদুল করিম
ড. মোঃ আতাউর রহমান
মোঃ আমিরুজ্জামান
রাখী রায়
আফরোজা খান মিতা
মোছা. নাহিদ সুলতানা
মোঃ লিয়াকত আলী
লাভলী ইয়াসমিন
এ কে এম সাইফুর রহমান
মোঃ মহিদুল ইসলাম
লিলি আরা চৌধুরী
প্রচ্ছদ আলোকচিত্র
লালবাগ হাম্মামখানার অভ্যন্তরীণ দৃশ্য (২০২২-২৩ অর্থবছরের সংস্কারের পর)
নড়াইল জেলার হাবখালী ইউনিয়নের পাতালভেদী রাজার রাজবাড়ি ঢিবি ২০২২-২৩ অর্থবছরের খননে উন্মোচিত স্থাপত্য কাঠামো।
প্রকাশ
৭ অক্টোবর ২০২৩
মুদ্রণ
আইডিয়া প্রিন্টার্স
১০/২, কাটাবন, ঢাকা-১২০৫
মোবাইল : ০১৭১৩০১৪৮৬৪
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্র/এ
শের-ই বাংলা নগর, ঢাকা,-১২০৭।

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত একটি প্রাচীন দপ্তর। সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে (রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি) অনুচ্ছেদ ২৪ এ 'বিশেষ শৈল্পিক কিংবা ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন বা তাৎপর্যমন্ডিত স্মৃতিনিদর্শন, বস্তু বা স্থানসমূহকে বিকৃতি, বিনাশ বা অপসারণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য রাষ্ট্রব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন' মর্মে বিধান রয়েছে। এ অধিদপ্তরের যাত্রা শুরু হয় ১৮৬১ সালে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া নামে। পরবর্তীতে স্বাধীনতার পর রাজধানী ঢাকায় এর প্রধান কার্যালয় স্থাপিত হয়। ১৯৮৩ সালে বিভাগীয় পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়সহ ৪টি আঞ্চলিক কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে ঢাকা আঞ্চলিক কার্যালয়ের অধীনে ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগ, রাজশাহী আঞ্চলিক কার্যালয়ের অধীনে রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ, খুলনা আঞ্চলিক কার্যালয়ের অধীনে খুলনা ও বরিশাল বিভাগ এবং চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয়ের অধীনে চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

অধিদপ্তরের প্রধান কাজ হলো প্রত্ননিদর্শন আহরণ, উৎখনন, সংরক্ষণ,প্রদর্শন ও গবেষণার মাধ্যমে ইতিহাসকে পুনরুদ্ধার করা। প্রত্ননিদর্শনের সন্ধান লাভের জন্য প্রত্নস্থল শনাক্তকরণের উদ্দেশ্যে ও আবিষ্কারার্থে প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ পরিচালনা করা। জরিপের মাধ্যমে আবিষ্কৃত প্রত্নস্থলসমূহে উৎখননের মাধ্যমে প্রাচীন স্মৃতি নিদর্শন এবং জাদুঘরে প্রদর্শিত নিদর্শনের সংস্কার ও সুরক্ষা প্রদান করা হয়।

বর্তমানে অধিদপ্তরের সংরক্ষিত অসংখ্য প্রত্নতাত্ত্বিক সাইট ও জাদুঘর রয়েছে। এসকল জাদুঘরে দর্শনার্থী ও পর্যটকদের জন্য প্রাচীন নিদর্শনসমূহ প্রদর্শিত হয়। অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ অধীনস্ত দপ্তরসমূহ পরিচালনা এবং প্রত্নতাত্ত্বিক সাইট এবং জাদুঘরসমূহের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য বিভিন্ন গ্রেডের জনবল রয়েছে। এসব জনবলের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অধিদপ্তর ও অধীনস্ত দপ্তরসমূহে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া প্রত্নগবেষক ও উৎসাহী জ্ঞানপিপাসুদের নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রদানের জন্য এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তুলে ধরার জন্য অধিদপ্তরের প্রকাশনা ও মুদ্রণ খাত থেকে বিভিন্ন ধরনের প্রকাশনা, জার্নাল, প্রতিবেদন প্রভৃতি প্রকাশ করা হয়। এসব প্রকাশনা সমূহের মধ্যে রয়েছে প্রত্নবার্তা, প্রত্নচর্চা, বার্ষিক প্রতিবেদন, খনন ও জরিপ প্রতিবেদন, ভিউকার্ড, পোস্টার, ব্রুশিয়ার ইত্যাদি। এছাড়াও প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল আঞ্চলিক কার্যালয় ও নিয়ন্ত্রণাধীন প্রত্নস্থল এবং জাদুঘরসমূহে বিভিন্ন জাতীয় দিবস ও উৎসবাদি আয়োজনের পাশাপাশি দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, বরেণ্য প্রত্নতাত্ত্বিক, ইতিহাসবিদ এর জন্মবার্ষিকী উদযাপনের নিমিত্তে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের অধীনে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক সাইট ও জাদুঘর রয়েছে। এসব প্রত্নতাত্ত্বিক সাইট ও জাদুঘর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ নিয়মিত পরিদর্শন করেন।

অধিদপ্তরের প্রধান কার্যাবলী

১. জাতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, প্রত্নবস্তু সংগ্রহ,সংরক্ষণ,পরিচর্যা ও গবেষণা;
২. পুরাকীর্তি আইন ১৯৬৮ (সংশোধিত-১৯৭৬) অনুযায়ী প্রাচীন পুরাকীর্তি সুরক্ষা;
৩. সকল প্রকার প্রত্নবস্তুর নিয়ন্ত্রণ,পরিচালনা ও প্রকাশনা;
৪. বাংলাদেশের সকল প্রত্নস্থল ও পুরাকীর্তির ব্যবস্থাপনা, সংস্কার,সংরক্ষণ ও মেরামত;
৫. বহনযোগ্য প্রত্নবস্তুর সুরক্ষা, সংরক্ষণ ও উপস্থাপনের/প্রদর্শনের নিমিত্তে জাদুঘর প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা;

প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানমূলক জরিপ

ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগঃ

১.১ ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের তত্ত্বাবধানে কিশোরগঞ্জ জেলার সদর উপজেলা এবং হোসেনপুর উপজেলায় প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ ও অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এই জরিপ ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে সদর উপজেলায় প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানকৃত প্রত্নস্থলের সংখ্যা ৩৬টি এবং হোসেনপুর উপজেলায় প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানকৃত প্রত্নস্থলের সংখ্যা ১০টি। জরিপ ও অনুসন্ধানকালে কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা ও হোসেনপুর উপজেলায় খরমপট্টি পুরাতন ভবন, হরিহরদাস পরশুরাম সাহার বাড়ি, কবি চন্দ্রাবতীর বাড়ি,অশ্বিণী কুমার মজুমদারের বাড়ি, সগড়া স্বর্গীয় রামকুমার পাতি স্মৃতি মন্দির, রামচরণ সরকার স্মৃতি মন্দির,স্বর্গীয় জগৎচন্দ্র ভৌমিকের বাড়ি, কালী চন্দ্র ভট্টাচার্যের বাড়ি, গাংগাটিয়া জমিদার বাড়ি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য প্রত্নস্থল চিহ্নিত করা হয়েছে।

অশ্বিণী কুমার মজুমদারের বাড়ি

রামচরণ সরকার স্মৃতি মন্দির

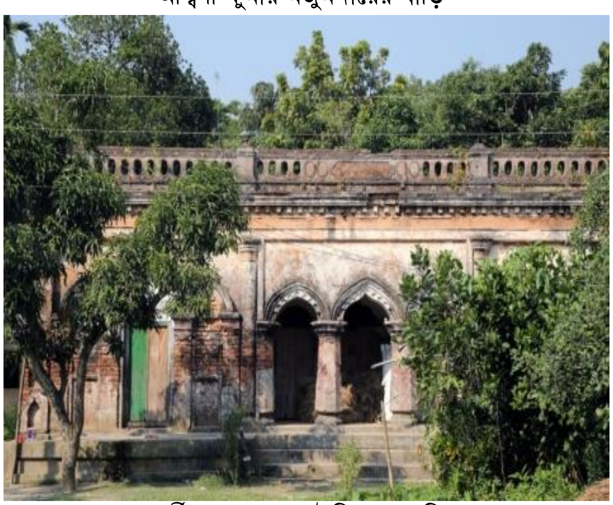

স্বর্গীয় জগৎচন্দ্র ভৌমিকের বাড়ি

গাংগাটিয়া জমিদার বাড়ি

রাজশাহী ও রংপুর বিভাগঃ

১.২ ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের তত্ত্বাবধানে নওগাঁ জেলার সদর উপজেলা এবং মান্দা উপজেলায় প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানমূলক জরিপ কার্য পরিচালনা করা হয়। উক্ত জরিপে প্রাপ্ত প্রাচীন নিদর্শনসমূহের মধ্যে ভাঙা মসজিদ, মারওয়ারি জমিদার বাড়ি, শশ্মান মন্দির ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থল চিহ্নিত করা হয়েছে।

ভাঙা মসজিদ

প্রাচীন স্থাপনা (মারওয়ারি জমিদার বাড়ি)

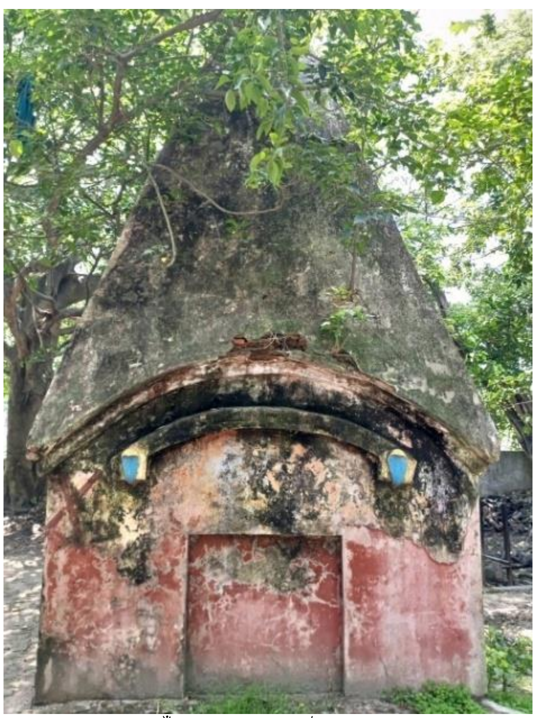

নওগাঁ জেলার সদর উপজেলায় প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানমূলক জরিপ কার্য পরিচালনাকালে ৬নং ওয়ার্ডে প্রাপ্ত কালিতলা শশ্মান মন্দির

নওগাঁ জেলার মান্দা উপজেলায় কুসুম্বা ইউনিয়নে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানমূলক জরিপ কার্য পরিচালনাকালে প্রাপ্ত প্রাচীন স্থাপনা (দেলুয়াবাড়ি শিব মন্দির)

খুলনা ও বরিশাল বিভাগঃ

১.৩ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের খুলনা ও বরিশাল বিভাগের তত্ত্বাবধানে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ ও অনুসন্ধান কার্যক্রম **১৬** নভেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ তারিখ থেকে শুরু হয়। উল্লেখিত দুটি উপজেলার ২৬টি ইউনিয়নে প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ ও অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করে প্রাথমিকভাবে **১২**টি ক্যাটাগরিতে ৫৭টি ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও প্রত্নস্থলকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। তালিকাভুক্ত ঐতিহাসিক নিদর্শন সমূহের মধ্যে রয়েছে : (১) প্রত্নতাত্ত্বিক ঢিবি (২) মসজিদ (৩) মন্দির (৪) মঠ (৫) সমাধিসৌধ (৬) সেতু (৭) আবাসিক স্থাপনা (৮) জমিদারবাড়ি (৯) নীলকুঠি (১০) কাছাড়িবাড়ি (**১১**) প্রাচীন জলাশয় ও দীঘি। মাঠ গবেষণা কর্মের মাধ্যমে আবিষ্কৃত উল্লেখিত নিদর্শনাদির ঐতিহাসিক তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ অনুসন্ধান, স্থাপনা ও নিদর্শনের রেখাচিত্র গ্রহণ, আলোকচিত্র ধারণ, ভূমি সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ, নিদর্শন সম্পর্কে স্থানীয় জনসাধারণের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে।

রবার্ট মোরেলের নীলকুঠি

জীতেন্দ্র নাথ রায়ের জমিদার বাড়ি

তালুকদার বাড়ির প্রাচীন ভবন

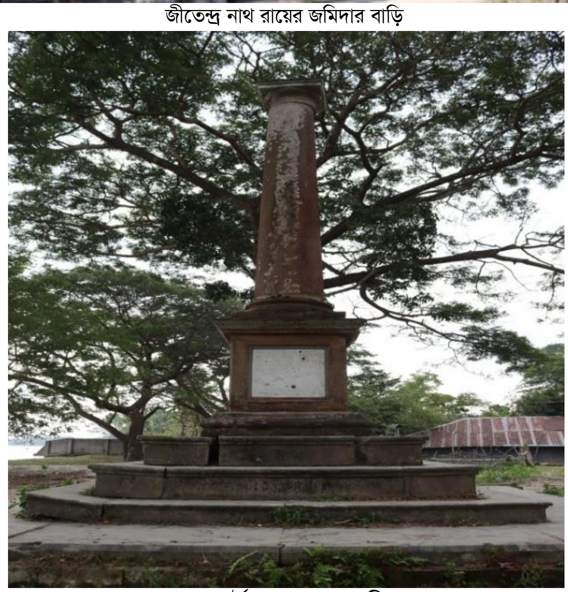

রবার্ট মেরেলের স্মৃতিস্তম্ভ

চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগঃ

১.৪ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের তত্ত্বাবধানে ২০২২-২৩ অর্থবছরের কুমিল্লা জেলার আদর্শ সদর ও বুড়িচং উপজেলায় প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ ও অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। একই অর্থবছরে চট্টগ্রামের আনোয়ারা, কর্ণফুলী ও পটিয়া উপজেলায় প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ ও অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। জরিপে কুমিল্লা জেলার আদর্শ সদ উপজেলায় ৬৯টি, বুড়িচং উপজেলায় ২৭টি এবং চট্টগ্রাম জেলার কর্ণফুলী উপজেলায় ১১টি, আনোয়ারা উপজেলায় ২৬টি ও পটিয়া উপজেলায় ১৭টি পুরাকীর্তি শনাক্ত ও নথিভূক্ত করা হয়।

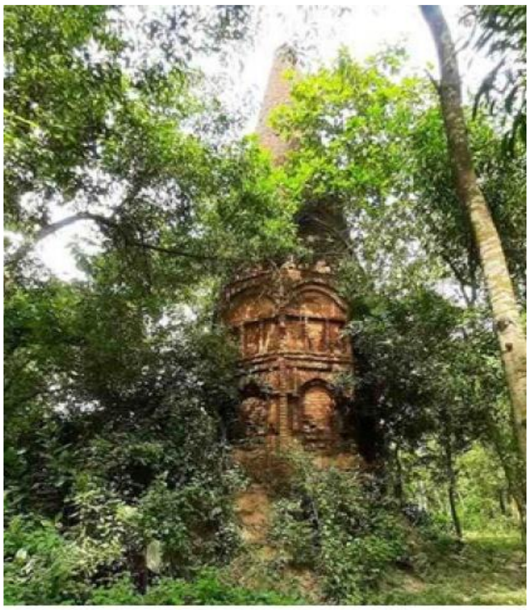

ধনঞ্জয়ের মঠ

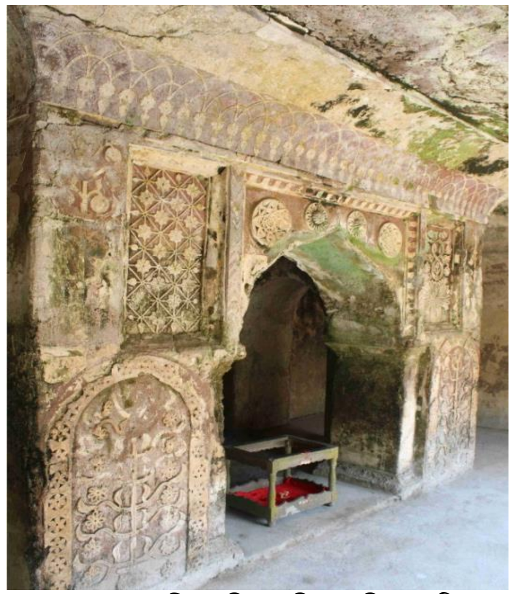

লেয়ারচর লক্ষী গোবিন্দ মন্দির, বুড়িচং,কুমিল্লা

জগতপুর মোল্লাবাড়ি প্রাচীন ঢিবির উপরে গৌরীপট্টসহ শিবলিঙ্গ

প্রত্নতাত্ত্বিক খনন

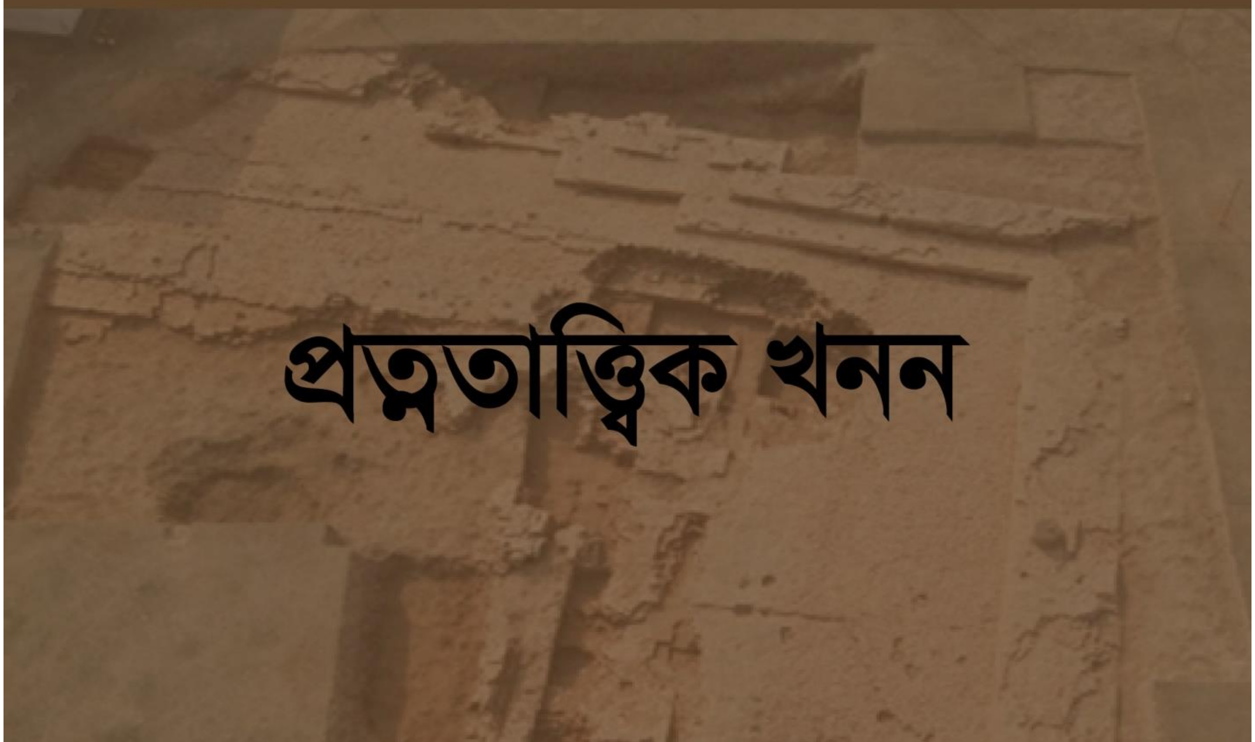

প্রত্নতাত্ত্বিক খনন

ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগঃ

২.১ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের তত্ত্বাবধানে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে নেত্রকোনা জেলার কেন্দুয়ায় অবস্থিত রোয়াইলবাড়ি দুর্গ বা কোটবাড়ী দুর্গের ডেংগু মিয়া ও নিয়ামত বিবির মাজার প্রত্নঢিবিটিতে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন পরিচালিত হয়। এই উৎখননের ফলে বিভিন্ন কালপর্বের (period and phase) স্থাপত্যিক কাঠমোর ধ্বংসাবশেষ উন্মোচিত হয়। প্রত্নতাত্ত্বিক খননে বিভিন্ন ধরনের প্রত্নবস্তু যেমন:- মৃৎপাত্র, সেলাডন গ্লেইজড টাইলস ও ইট, লৌহ, পোড়ামাটির বল, অলংকৃত ইট, চুনাপাথর, স্পাউট, রোদে শুকানো থালা প্রভৃতি পাওয়া যায়।

রোয়াইলবাড়ি দুর্গে প্রত্নতাত্ত্বিক খননে উন্মোচিত সমাধি সদৃশ স্থাপত্যকাঠামো

রোয়াইলবাড়ি দুর্গে প্রত্নতাত্ত্বিক খননে উন্মোচিত অলংকৃত ইট

রোয়াইলবাড়ি দুর্গে প্রত্নতাত্ত্বিক খননে উন্মোচিত স্থাপত্য কাঠামো

রোয়াইলবাড়ি দুর্গে প্রত্নতাত্ত্বিক খননে উন্মোচিত গ্লেইজড টাইলস

খুলনা ও বরিশাল বিভাগঃ

২.২ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের খুলনা ও বরিশাল বিভাগের তত্ত্বাবধানে বাগেরহাট জেলায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের খান জাহান (রঃ) এর বসতভিটায় পরিচালিত প্রত্নতাত্ত্বিক খনন গত ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ এবং ০১ এপ্রিল ২০২৩ তারিখ থেকে নড়াইল সদর উপজেলার হবখালি ইউনিয়নের অন্তর্গত নয়াবাড়ি গ্রামে কথিত পাতালভেদী রাজার ঢিবিতে পরীক্ষামূলক প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কাজ শুরু হয়। প্রত্নতাত্ত্বিক খননে বিস্মৃত জনগোষ্ঠীর ব্যবহৃত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক নিদর্শনসহ ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থাপত্যিক কাঠামোর সন্ধান পাওয়া যায়।

খান জাহান (রঃ) এর বসতভিটা প্রত্নতাত্ত্বিক খননে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুর আলোকচিত্র

খান জাহান (রঃ) এর বসতভিটা প্রত্নতাত্ত্বিক খননে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুর আলোকচিত্র

পাতালভেদী রাজার ঢিবিতে পরীক্ষামূলক প্রত্নতাত্ত্বিক খননে আবিস্কৃত প্রাচীন স্থাপনার দৃশ্য

পাতালভেদী রাজার ঢিবিতে পরীক্ষামূলক প্রত্নতাত্ত্বিক খননে আবিস্কৃত প্রাচীন স্থাপনার দৃশ্য

রাজশাহী ও রংপুর বিভাগঃ

২.৩ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের তত্ত্বাবধানে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে নওগাঁ জেলার ধামইরহাট উপজেলার সংরক্ষিত পুরাকীর্তি 'জগদ্দল বিহার' প্রত্নস্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন পরিচালিত হয়। উৎখননে উন্মোচিত হয় ভিক্ষুকক্ষের প্রবেশ পথের অলংকৃত পাথরের সিঁড়ি, পশ্চাৎ দেয়াল ১৫৯৭ এবং বিভাজিকা দেয়াল ১৫৯৫ ও ১৫৯৬ দ্বারা তৈরি ভিক্ষু কক্ষ-৩৯।

জগদ্দল বিহার প্রত্নস্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন কাজের উদ্বোধনের আলোকচিত্র

জগদ্দল বিহার প্রত্নস্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে উন্মোচিত পশ্চাৎ দেয়াল ১৫৯৭ এবং বিভাজিকা দেয়াল ১৫৯৫ ও ১৫৯৬ দ্বারা তৈরি ভিক্ষু কক্ষ-৩৯

জগদ্দল বিহার প্রত্নস্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে উন্মোচিত মেঝেতে পাথরের সাথে লোহার ক্ল্যাম্প দ্বারা পাথরকে যুক্ত করণ

জগদ্দল বিহার প্রত্নস্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে উন্মোচিত কালো পাথরের তৈরি মেঝেতে উন্মোচিত এক সারি লিপি'র আলোকচিত্র (পাঠোদ্ধার প্রক্রিয়াধীন)

নওগাঁ জেলার ধামইরহাট উপজেলার সংরক্ষিত
পুরাকীর্তি জগদ্দল বিহার প্রত্নস্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলক (বামে) এবং সাদা রংয়ের কাঁচের পুঁতি (ডানে)

নওগাঁ জেলার ধামইরহাট উপজেলার সংরক্ষিত পুরাকীর্তি জগদ্দল বিহার প্রত্নস্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে
প্রাপ্ত দাঁতের নকশাকৃত পোড়ামাটির ইটের অংশ (বামে) এবং পোড়ামাটির ফলক (ডানে)

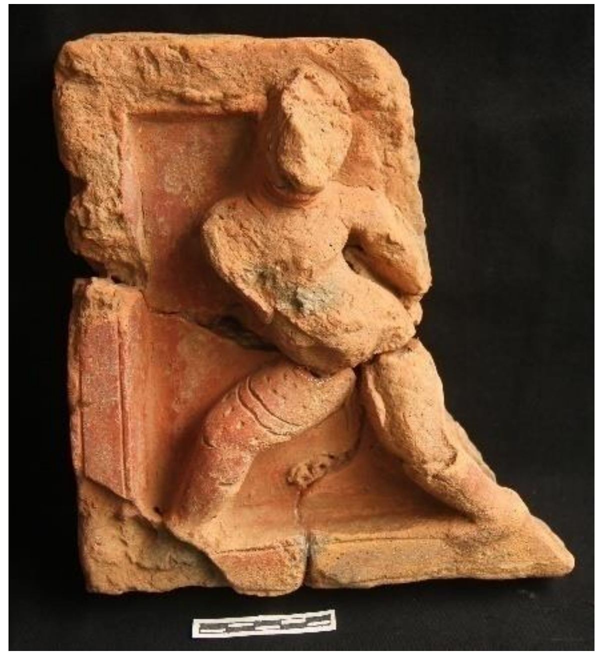

নওগাঁ জেলার ধামইরহাট উপজেলার সংরক্ষিত
পুরাকীর্তি জগদ্দল বিহার প্রত্নস্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলক।

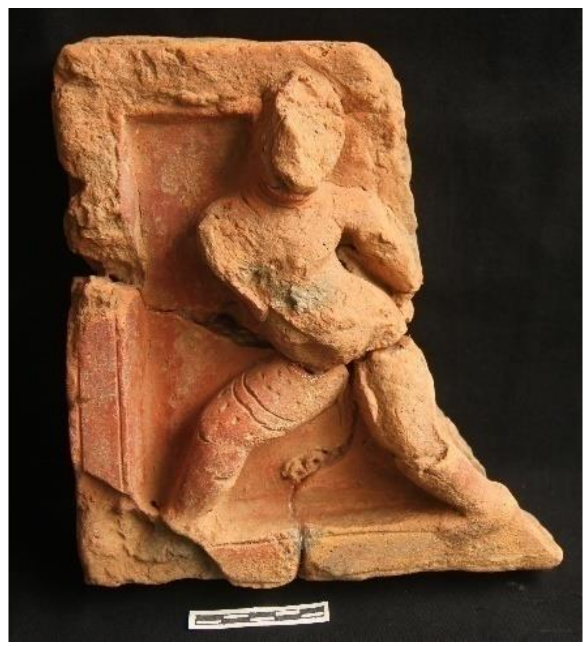

নওগাঁ জেলার ধামইরহাট উপজেলার সংরক্ষিত
পুরাকীর্তি জগদ্দল বিহার প্রত্নস্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলক।

২.৪ ২০২২-২৩ অর্থবছরে কুমিল্লা জেলাধীন আদর্শ সদর উপজেলাস্থ পাঁচথুবীর মন্তের (মহন্তেরর) মুড়া প্রত্নস্থানে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ, কুমিল্লার প্রত্নতাত্ত্বিক খনন ও অনুসন্ধান দল কর্তৃক পরিচালিত প্রত্নতাত্ত্বিক খনন ও অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

পাঁচথুবী মন্তের মুড়ায় পরিচালিত খনন কার্যক্রমের আকাশচিত্র

প্রত্নতাত্ত্বিক খননে প্রাপ্ত অষ্টভূজা মহিষমর্দিনী

প্রত্নসম্পদ সংগ্রহ

প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখাঃ

৩.১ প্রত্নবস্তু গ্রহণ: ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ২৬টি আলামত প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখায় প্রদান করা হয়। আলামতগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনার পর অধিদপ্তরের কমিটি ০৮টি আলামত প্রত্নবস্তু হিসেবে গ্রহণ করে ও ১৮টি আলামত প্রত্নবস্তু নয় মর্মে মতামত প্রদান করে।

ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগঃ

৩.২ প্রত্নসম্পদ উদ্ধার ও গ্রহণ: আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয় ঢাকার মাধ্যমে ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ তারিখ মাদারীপুর জেলা ট্রেজারী থেকে একটি বিষ্ণু মূর্তি সংগ্রহ এবং ০৪ জানুয়ারী ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখ ময়মনসিংহের বড় বাজারের জনাব গৌরী বিষ্ণুর কাছ থেকে একটি পাথরের বাটি / গামলা উপহার হিসেবে সংগ্রহ করা হয়েছে।

বিষ্ণু মূর্তি

পাথরের বাটি/গামলা

রাজশাহী ও রংপুর বিভাগঃ

৩.৩ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের রাজশাহী ও রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয় ও নিয়ন্ত্রণাধীন দপ্তরসমূহে ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিভিন্ন ধরনের প্রত্নসম্পদ উদ্ধার ও গ্রহণ করা হয়।

নীলফামারী ব্যাটালিয়ন (৫৬ বিজিব) থেকে প্রায় ৯৫.৮০ কেজি ওজনের কালোপাথরের বিষ্ণুমূর্তি রংপুর জাদুঘরে হস্তান্তর করা হয়

বীরগঞ্জ থানা কর্তৃক উদ্ধারকৃত ৪টি কালো পাথরের মূর্তি ও মূর্তির ভাঙ্গা অংশ গ্রহণ করেন কান্তনগর প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘরে হস্তান্তর

খুলনা ও বরিশাল বিভাগঃ

৩.৪ আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, খুলনার মাধ্যমে ধাতব নির্মিত কৃষ্ণমূর্তি, পাথরের মূর্তি, পাথরের প্লেট, পিতলের কৃষ্ণ মূর্তি, কালো পাথরের মূর্তি, পিতলের রাধা মূর্তি, বেনুগোপাল, ওজন/ বাটখাড়া, ময়ূর আকৃতির প্রসাধন সামগ্রী রাখার পাত্র সংগ্রহ করে খুলনা বিভাগীয় জাদুঘর, খুলনার লোকজ ঐতিহ্যের অস্থায়ী নিদর্শন রেজিস্টারের লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।
পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা উপজেলার চিকনীকান্দি ইউনিয়নের কালারাজা গ্রামের একটি প্রাচীন পুকুর খননকালে প্রাপ্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নবস্তু উদ্ধার করা হয়। কাঠের ছড়ি, কাঠের বেলন, সংরক্ষিত মাটির নমুনা, কোন প্রানীর হাড়-হাড্ডি, ইটের ভাঙ্গা অংশ, মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ, পোড়া মাটির তৈল প্রদীপ ও ফুলদানী, প্রদীপদানী সংগ্রহ করে বরিশাল জাদুঘরের লোকজ ঐতিহ্যের অস্থায়ী নিদর্শন রেজিস্টারের লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

৩.৫ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের নিকট "রানীর কুঠি" পুরাকীর্তি হস্তান্তরঃ

কুমিল্লা শহরে অবস্থিত "রানীর কুঠি" পুরাকীর্তিটি বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি কর্তৃক প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করেন। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক চন্দন কুমার দে (অতিরিক্ত সচিব) এবং বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি'র মহাপরিচালক এর মধ্যে হস্তান্তরের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এসময় মোঃ আমিরুজ্জামান (উপপরিচালক, প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ), রাখী রায় (উপপরিচালক, প্রকাশনা), আফরোজা খান মিতা (আঞ্চলিক পরিচালক, ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগ), নাহিদ সুলতানা (আঞ্চলিক পরিচালক, রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ), এ কে এম সাইফুর রহমান (আঞ্চলিক পরিচালক, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ), কাবিরুল ইসলাম (অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, কুমিল্লা, অসীম কুমার সরকার (উপপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি) সহ আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের বিভিন্ন গ্রেডের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

রানীর কুঠির হস্তান্তর চুক্তি স্বাক্ষর করছেন প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমির মহাপরিচালক

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচলকের নিকট 'রানীর কুঠি' হস্তান্তর অনুষ্ঠান

প্রত্নসম্পদ ঘোষণা
(গেজেট প্রকাশ)

৪.১ পুরাকীর্তি সংরক্ষণ (গেজেট প্রকাশ): ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ০৫টি পুরাকীর্তি (যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার ডালিঝাড়া বৌদ্ধ বিহার-মন্দির কমপ্লেক্স, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলার প্রখ্যাত বিপ্লবী উল্লাসকর দত্তের সার্ধ-শতবর্ষের বাড়ি,গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলার দরদরিয়া দুর্গ,ঢাকা জেলার ঢাকা দক্ষিণ সিটির শ্রী শ্রী ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির, নরসিংদী জেলার রামপুরা থানার রামনগর বড় জামে মসজিদ) সংরক্ষণ করা হয়েছে।

ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির

রামনগর বড় জামে মসজিদ

প্রত্নবস্তু শনাক্তকরণ

৫.১ ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক উদ্ধারকৃত মোট ২৬টি আলামত প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখায় প্রদান করে। রাসায়নিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক পরীক্ষা/নিরীক্ষা ও পর্যালোচনার পর প্রত্নবস্তু শনাক্তকরণ কমিটি ০৮টি আলামত প্রত্নবস্তু হিসেবে শনাক্ত করেন। এগুলোর মধ্যে প্রত্নবস্তু হিসেবে শনাক্তকৃত আলামতসমূহ মামলা নিষ্পত্তি শেষে পুরাকীর্তি আইন অনুযায়ী প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরে জমা দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করে পত্র প্রেরণ করা হয়।

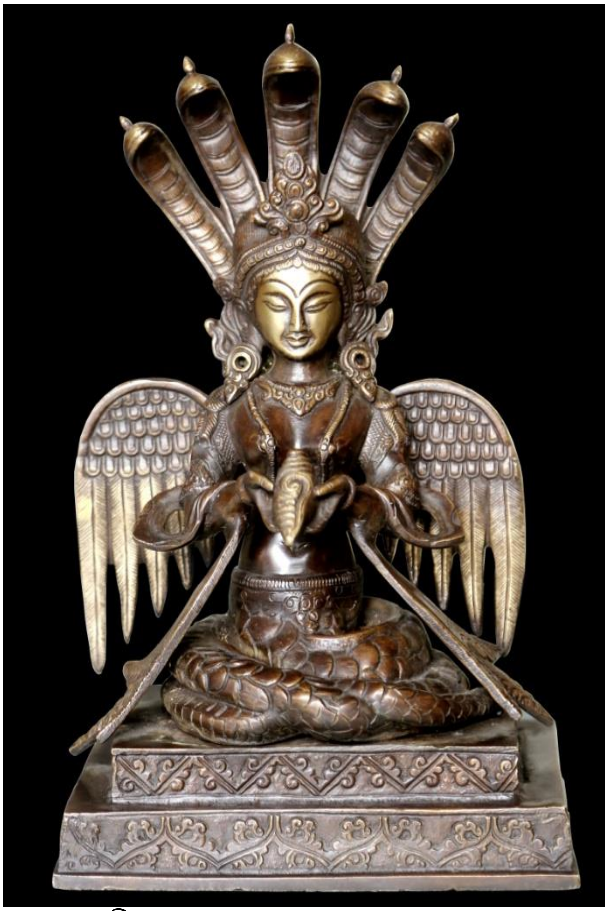

নারী

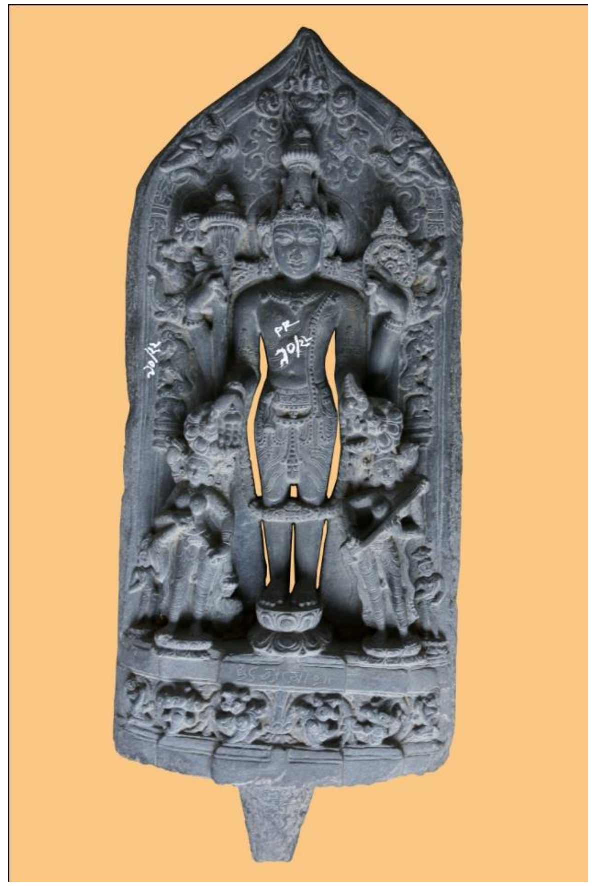

বিষ্ণু মূর্তি

সংস্কার ও সংরক্ষণ

প্রত্নতাত্ত্বিক সংস্কার ও সংরক্ষণ

৬.১ প্রত্নসম্পদের রাসায়নিক সংস্কার: অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন জাদুঘর ও ভান্ডারের ১৮২ টি প্রত্নবস্তুর (ধাতব মুদ্রা, লোহার তলোয়ার, কাঠ, পাথরের মূর্তি ইত্যাদি) রাসায়নিক সংস্কার কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

রাসায়নিক পরিচর্যার পূর্বে (লোহার ঘন্টা,ময়নামতি জাদুঘর)

রাসায়নিক পরিচর্যার পরে (লোহার ঘন্টা,ময়নামতি জাদুঘর)

রাসায়নিক পরিচর্যার পূর্বে (রৌপ্য মুদ্রা,ময়নামতি জাদুঘর)

রাসায়নিক পরিচর্যার পরে (রৌপ্য মুদ্রা,ময়নামতি জাদুঘর)

৬.২ পুরাকীর্তির রাসায়নিক সংস্কারঃ ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ০৮টি পুরাকীর্তি (ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা জোড় মন্দির, শ্রী শ্রী রাজেশ্বরী মন্দির, পাথরের শিব মন্দির,পুঠিয়াস্থ বড় গোবিন্দ মন্দির, ঢাকা জেলার লালবাগ দূর্গের হাম্মাম খানা, বাগেরহাট জেলা সাবেক ডাংগা প্রার্থনা কক্ষ এবং সিলেট জেলার জৈন্তাপুর উপজেলার ইরাবতী পান্থশালা) এর কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

রাসায়নিক পরিচর্যার পূর্বে (ইরাবতী পান্থশালা,সিলেট)

রাসায়নিক পরিচর্যার পরে (ইরাবতী পান্থশালা,সিলেট)

রাসায়নিক পরিচর্যার পূর্বে (বড় গোবিন্দ মন্দির ,পুঠিয়া, রাজশাহী)

রাসায়নিক পরিচর্যার পরে (বড় গোবিন্দ মন্দির ,পুঠিয়া, রাজশাহী)

৬.৩ স্থাপত্যিক সংস্কার-সংরক্ষণ

আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়,ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের অধীনস্থ নারায়নগঞ্জ জেলার সোনারগাঁ উপজেলাস্থ ছোট সরদার বাড়ি ও কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদি উপজেলাস্থ সত্যজিৎ রায়ের বাড়ি সংস্কার সংরক্ষণ কাজ সম্পন্ন করা হয়।

সংস্কার-সংরক্ষণের পূর্বে (ছোট সর্দার বাড়ি)

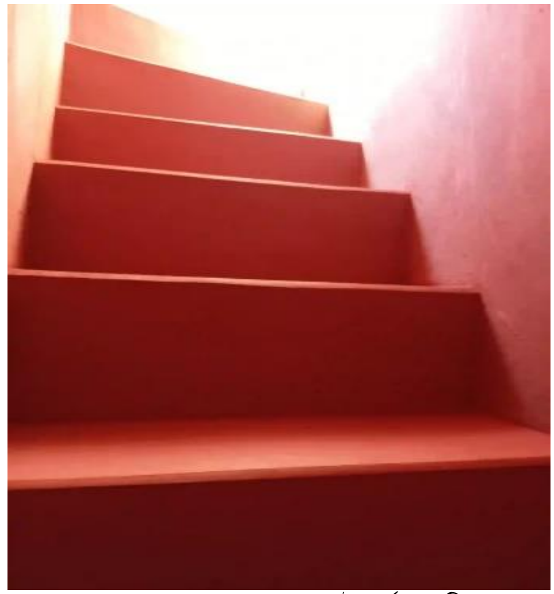
সংস্কার-সংরক্ষণের পরে (ছোট সর্দার বাড়ি)

সংস্কার-সংরক্ষণের পূর্বে (ছোট সর্দার বাড়ি)

সংস্কার-সংরক্ষণের পরে (ছোট সর্দার বাড়ি)

সংস্কার-সংরক্ষণের পূর্বে (সত্যজিৎ রায়ের বাড়ি)

সংস্কার-সংরক্ষণের পরে (সত্যজিৎ রায়ের বাড়ি)

সংস্কার-সংরক্ষণের পূর্বে (সত্যজিৎ রায়ের বাড়ি)

সংস্কার-সংরক্ষণের পরে (সত্যজিৎ রায়ের বাড়ি)

৬.৪ ২০২২-২৩ অর্থবছরে নওগাঁ জেলার ধামইরহাট উপজেলার সংরক্ষিত পুরাকীর্তি জগদ্দল বিহার প্রত্নস্থান এবং পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলার বদেশ্বরী মন্দিরের সংস্কার-সংরক্ষণ কাজ সম্পাদন করা হয়।

জগদ্দল বিহার প্রত্নস্থান সংস্কার-সংরক্ষণের আলোকচিত্র

জগদ্দল বিহার প্রত্নস্থান সংস্কার-সংরক্ষণের আলোকচিত্র

বদেশ্বরী মন্দিরের সংস্কার-সংরক্ষণের আলোকচিত্র

বদেশ্বরী মন্দিরের সংস্কার-সংরক্ষণের আলোকচিত্র

বদেশ্বরী মন্দিরের ক্ষতিগ্রস্ত ছাদ (সংস্কার পূর্ববর্তী)

বদেশ্বরী মন্দিরের ক্ষতিগ্রস্ত ছাদ (সংস্কার পরবর্তী)

বদেশ্বরী মন্দিরের সংস্কার-সংরক্ষণের পরবর্তী আলোকচিত্র

খুলনা ও বরিশাল বিভাগঃ

৬.৫ ২০২২-২৩ অর্থবছরে খুলনা ও বরিশাল বিভাগের তত্ত্বাবধানে কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী উপজেলাস্থ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছারিবাড়ি, পটুয়াখালী জেলার মির্জাগঞ্জ উপজেলাস্থ মসজিদ বাড়িয়া মসজিদ, বাগেরহাট জেলার সদর উপজেলাস্থ সিংগাইর মসজিদের **সংস্কার-সংরক্ষণ কাজ করা হয়**।

কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী উপজেলাস্থ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছারিবাড়ির ১/৩ অংশ সংস্কার করা হয়েছে। সংস্কার কাজের অংশ হিসাবে ভবনের ক্ষতিগ্রস্থ দেয়াল খুলে চুন-সুরকির মসলা দ্বারা পুন:গাঁথুনীর কাজ, চুন-সুরকির ও খোয়ার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ ছাদ তৈরী করা, যথাযথ নমুনা অনুসরণ পূর্বক মাটির টালি, কাঠের বীম-বর্গা ও ষ্টীলের জয়েষ্ট এর সমন্বয়ে ছাদ পুন:স্থাপন কাজ। দরজা-জানালা তৈরী ও সংস্থাপন ইত্যাদি কাজের সংকুলান রয়েছে।

সংস্কারের পূর্বে (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছারিবাড়ি)

সংস্কারের পরে (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছারিবাড়ি)

পটুয়াখালী জেলার মির্জাগঞ্জ উপজেলাস্থ মসজিদ বাড়িয়া মসজিদের সংস্কার-সংরক্ষণ কাজের অংশ হিসেবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, গ্রীল স্থাপন, মেঝে ঢালাই, দেয়ালের ফাটল মেরামত এবং সার্ফেস ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে।

সংস্কারের পূর্বে (মসজিদ বাড়িয়া মসজিদ)

সংস্কারের পরে (মসজিদ বাড়িয়া মসজিদ)

বাগেরহাট জেলার সদর উপজেলাস্থ সিংগাইর মসজিদের সংস্কার-সংরক্ষণ কাজের অংশ হিসেবে গম্বুজ সংস্কার, দেয়ালে পয়েন্টিং, খিলানের ফাটল মেরামত এবং সার্ফেস ড্রেন করা হয়েছে।

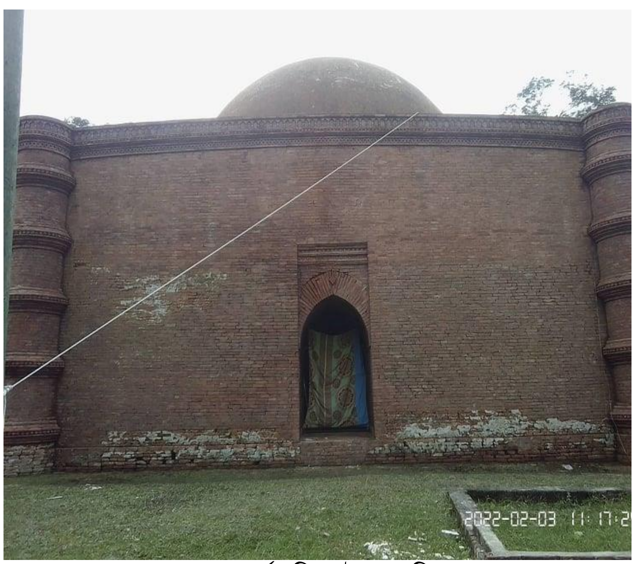

সংস্কারের পূর্বে (সিংগাইর মসজিদ)

সংস্কারের পরে (সিংগাইর মসজিদ)

চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগঃ

৬.৬ ২০২২-২৩ অর্থবছরে আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয় চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের তত্ত্বাবধানে সুনামগঞ্জ জেলাধীন তাহিরপুর উপজেলার হলহলিয়া গ্রামে হাওলি রাজবাড়ি, পাঁচথুবী মন্তের মুড়ায় খননে প্রাপ্ত স্থাপত্যিক কাঠামোতে প্রত্নতাত্ত্বিক সংস্কার-সংরক্ষণ সম্পাদন করা হয়। এছাড়াও রানীর কুঠি ও শালবন বিহারের সীমানা প্রাচীর নির্মাণের কাজ করা হয়।

হাওলি রাজবাড়িতে পরিচালিত সংস্কার-সংরক্ষণ পরবর্তী দৃশ্য

হাওলি রাজবাড়িতে পরিচালিত সংস্কার-সংরক্ষণ পরবর্তী দৃশ্য

পাঁচথুবী মন্তের মুড়ায় পরিচালিত সংস্কার-সংরক্ষণ পরবর্তী দৃশ্য

পাঁচথুবী মন্তের মুড়ায় পরিচালিত সংস্কার-সংরক্ষণ পরবর্তী দৃশ্য

রানীর কুঠিতে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ পরবর্তী দৃশ্য

রানীর কুঠিতে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ পরবর্তী দৃশ্য।

শালবন বিহারে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ পরবর্তী দৃশ্য।

শালবন বিহারে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ পরবর্তী দৃশ্য।

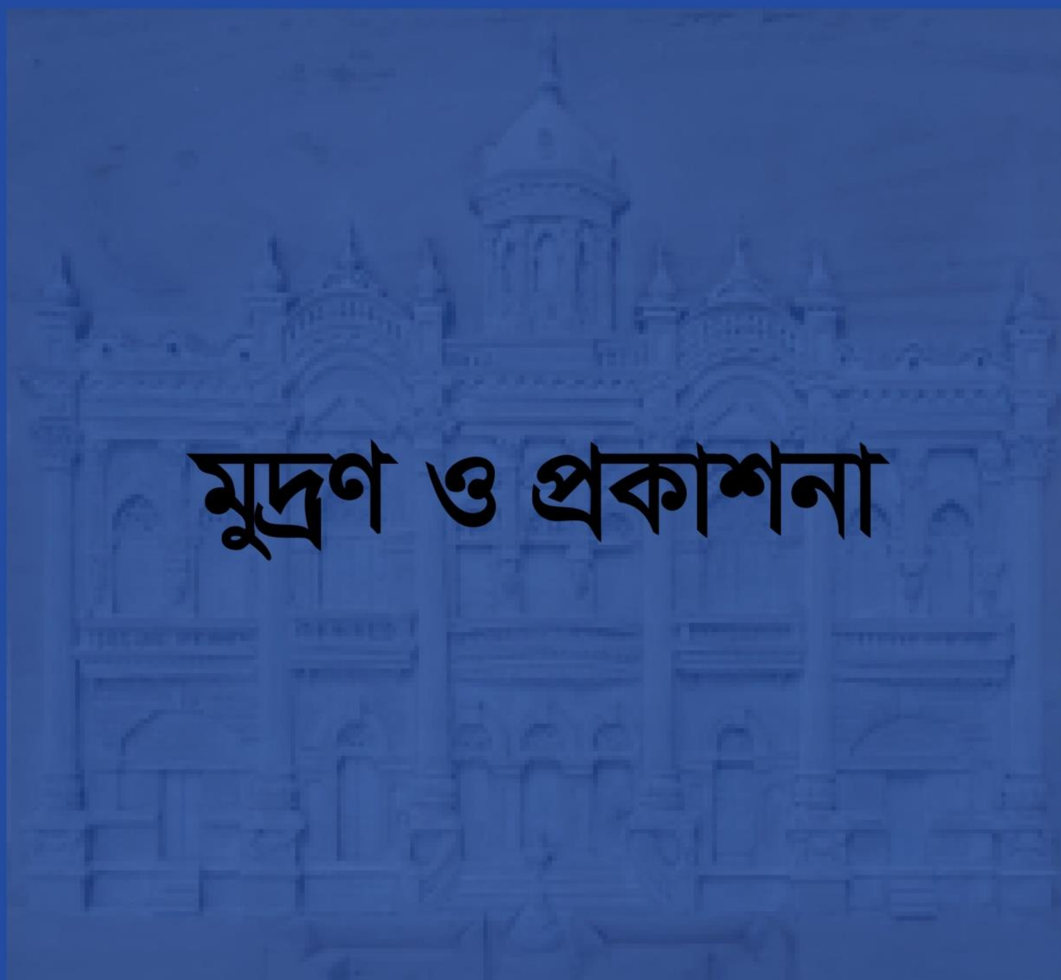

মুদ্রণ ও প্রকাশনা

মুদ্রণ ও প্রকাশনা

৭.১ অধিদপ্তরের প্রকাশনা শাখা হতে ২০২৩ সালের ডেস্ক ও ওয়াল ক্যালেন্ডার, কক্সবাজার জেলার জরিপ প্রতিবেদন, প্রত্নবার্তা-বর্ষ ০৭, সংখ্যা-০১(ষাণ্মাসিক প্রকাশনা), বার্ষিক প্রতিবেদন (২০২১-২২), রাইটিং প্যাড, টেলিফোন নির্দেশিকা মুদ্রণ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও বঙ্গবন্ধুর আদি বাড়ি, রোজ গার্ডেন, রামায়ণ চক্র এর রেপ্লিকা, ষাট গম্বুজ মসজিদ, কান্তজিও মন্দির এর টেরাকোটা প্রস্তুত করা হয়েছে।

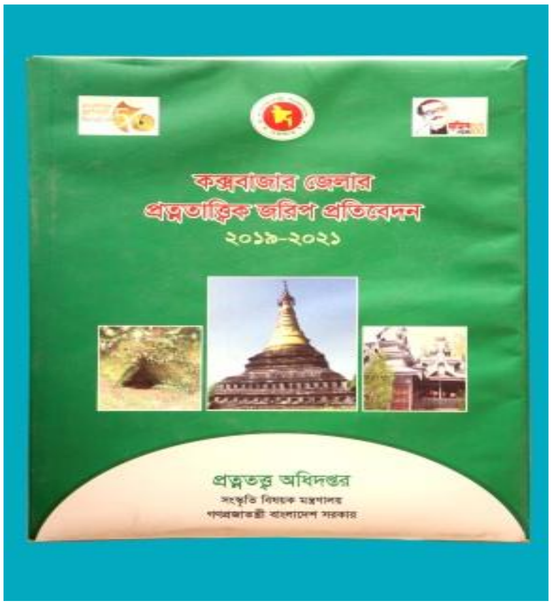

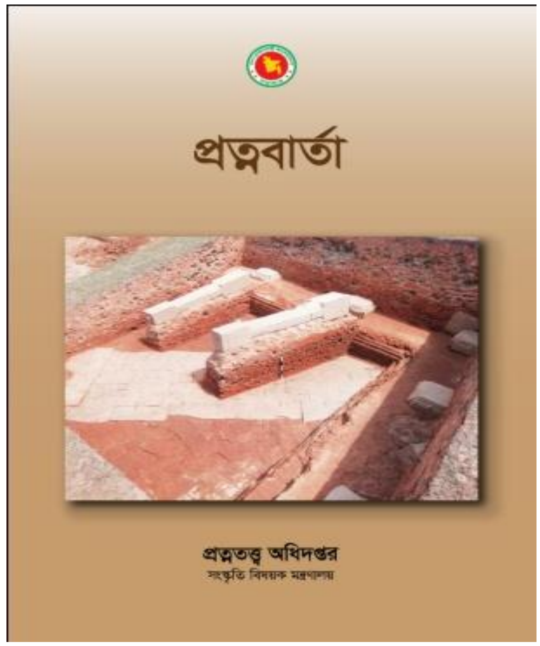

CS CamScanner

জাতির পিতার পিতৃগৃহের পোড়ামাটির অনুকৃতি

CS CamScanner

রোজ গার্ডেনের কাঠের অনুকৃতি

মেলায় অংশগ্রহণ

৮.১ ২০২২-২৩ অর্থবছরের বিভিন্ন সময়ে অধিদপ্তরের প্রকাশনা শাখা কর্তৃক বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে ১৯তম দ্বি-বার্ষিক চারুকলা প্রদর্শনী, বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত অমর একুশে বইমেলা-২০২৩, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় তিনদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত বইমেলায় অংশগ্রহণ করা হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় অনুষ্ঠিত বইমেলায় প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের স্টল পরিদর্শন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত অমর একুশে বইমেলায় প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের স্টলের সামনে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সাথে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সহ বিভিন্ন গ্রেডের কর্মচারীগণের আলোকচিত্র

৮.২ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, কুমিল্লা ২৯ অক্টোবর ২০২২, কুমিল্লা জেলা প্রশাসন আয়োজিত শচীন দেব বর্মন স্মরণে সুরশিল্পী ও সঙ্গীতজ্ঞ শচীন দেব বর্মনের বাড়িতে তিন দিন ব্যাপী শচীন মেলা ও জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র আয়োজিত জেলা প্রশাসন কুমিল্লা বাস্তবায়িত, কুমিল্লা টাউন হল মাঠ প্রাঙ্গণে ১৯ নভেম্বর ২০২২ থেকে ৬ দিন ব্যাপী বইমেলায় অংশগ্রহণ করেন

শচীন মেলায় চট্রগ্রাম ও সিলেট বিভাগীয় আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

কুমিল্লা জেলা বই মেলায় আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয় কুমিল্লার বুক স্টল

সেমিনার

৯.১ সেমিনার: ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরে প্রকাশনা শাখা কর্তৃক অসমাপ্ত আত্নজীবনী: বঙ্গবন্ধুর সাংস্কৃতিক ভাবনা এবং বর্তমান প্রেক্ষাপট,সিটিজেন চার্টার হালনাগাদকরণ, সড়ক ও মহাসড়ক ব্যবস্থাপনার সাথে প্রত্নস্থলের সংযোগ স্থাপন, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয়, জাদুঘর প্রদর্শনী ও নির্দশন কেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা: স্থায়িত্ব ও সমৃদ্ধি বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

জাদুঘর প্রদর্শনী ও নির্দশন কেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা: স্থায়িত্ব ও সমৃদ্ধি বিষয়ক সেমিনার

সেমিনারে অংশগ্রহনকারী

৯.২ গত ০৬ - ০৮ অক্টোবর ২০২২ খ্রিঃ তারিখ পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সেন্টারের যৌথ অর্থায়নে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত “Training and Capacity Building” শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় অনসাইট ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনসাইট ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মো: আবুল মনসুর। সভাপতিত্ব করেন প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব রতন চন্দ্র পণ্ডিত।প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীলঙ্কান বিশেষজ্ঞ Dr. TMJ Nilan Cooray, অধ্যাপক বুলবুল আহমেদ, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়, হার্বেরিয়াম অফিসার, আব্দুর রহিম, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাক্তন আঞ্চলিক পরিচালক মো: মোশারফ হোসেন। অনসাইট ব্যবহারিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন অধিদপ্তরের বিভিন্ন গ্রেডের কর্মকর্তাবৃন্দ।

UNESCO Training and Capacity Building” শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় অনুষ্ঠিতব্য অনসাইট ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ

৯.৩ Training and capacity building for long-term management and best practice conservation for the preservation of cultural heritage sites and World Heritage properties in Bangladesh শীর্ষক কর্মসূচীর আওতায় আয়োজিত কর্মশালার সনদ প্রদান অনুষ্ঠান গত ১৬ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখ বাগেরহাটে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ আবুল মনসুর, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউনেস্কো ঢাকার অফিসার ইন চার্জ মিজ সুজান ভাইজ এবং অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব চন্দন কুমার দে। উক্ত সনদ প্রদান অনুষ্ঠানে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব মোঃ আতাউর রহমান, উপসচিব কাজী নুরুল ইসলাম, জনাব মোছাঃ সুস্মিতা ইসলাম, সহকারী সচিব জনাব মো: মজিবুর রহমান, ইউনেস্কো ঢাকা হতে প্রোগ্রাম অফিসার মিজ কিজি তাহনিন, জুনিয়র কনসালট্যান্ট তাহনিমা আহমদ এবং প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে আগত প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। গত ০৬/১০/২০২২ হতে ০৮/১০/২০২২ তারিখ নওগাঁ জেলার পাহড়পুরে এই কর্মসূচির আওতায় প্রথম মাঠ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় ১৪ জানুয়ারি হতে ১৬ জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত বাগেরহাটে দ্বিতীয় মাঠ কর্মসূচীর মাধ্যমে প্রশিক্ষণের সমাপ্তি ঘটে।

" UNESCO Training and Capacity Building" শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় অনুষ্ঠিতব্য অনসাইট ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের সনদ প্রদান অনুষ্ঠান

৯.৪ গত ২১ মে, ২০২৩ তারিখে ২০২১-২২ অর্থবছরে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের গবেষণা অনুদান খাত হতে, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের অনুকূলে অনুদানকৃত A study for the Documentation of Movable Artifacts of Ancient Coins at Department of Archaeology Head Office Store and Publication of Catalogue Phase-1 শিরোনামের গবেষণা প্রকল্পটির সমাপ্তিপূর্বক প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সেমিনার হলে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব খলিল আহমদ। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব নাফরিজা শ্যামা, যুগ্মসচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়; ড. বুলবুল আহমেদ, অধ্যাপক, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং জনাব রাজীব কুমার সরকার, উপসচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়। সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জনাব তানিয়া সুলতানা, সহকারী পরিচালক, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর। উক্ত সেমিনারের সভাপতিত্ব করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব এবং প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব চন্দন কুমার দে।

সেমিনারের আলোকচিত্র

সেমিনারের আলোকচিত্র

স্মরণসভা

১০.০ স্মরণসভা: প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত ২৪/০৫/২০২৩ খ্রি.তারিখে প্রত্নতত্ত্ববিদ প্রয়াত ড. এম হারুনুর রশীদের ৯৮ তম জন্মবার্ষিকী এবং ৪/০৬/২০২৩ খ্রি.তারিখে ইতিহাসবিদ প্রয়াত অধ্যাপক আবুল ফয়েজ সালাহ্উদ্দীন আহমদের ৯৯তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রত্নতত্ত্ববিদ প্রয়াত ড. এম হারুনুর রশীদের ৯৮ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে স্মরণসভা

প্রত্নতত্ত্ববিদ প্রয়াত ড. এম হারুনুর রশীদের ৯৮ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে স্মরণসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করছেন জনাব মো.আতাউর রহমান, যুগ্মসচিব (অনুষ্ঠান), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ইতিহাসবিদ প্রয়াত অধ্যাপক আবুল ফয়েজ সালাহ্উদ্দীন আহমদের ৯৯তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোচনা করছেন জনাব চন্দন কুমার দে, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর

ইতিহাসবিদ প্রয়াত অধ্যাপক আবুল ফয়েজ সালাহ্উদ্দীন আহমদের ৯৯তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে স্মরণসভাআলোচনা করছেন জনাব অসীম কুমার দে, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট

প্রত্নবস্তুর প্রদর্শনী

১১.১ ১২ জুন, ২০২৩ তারিখে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখা কর্তৃক ২০২১-২০২২ অর্থবছরের আর্ন্তজাতিক জাদুঘর দিবস উপলক্ষ্যে নির্বাচিত ২০টি প্রাচীন মুদ্রার দিনব্যাপী প্রদর্শনী অধিদপ্তরে প্রদর্শনী কক্ষে আয়োজন করা হয়। এ প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব খলিল আহমদ ও প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরে মহাপরিচালক জনাব চন্দন কুমার দে। এ সময় প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারী ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণ উপস্থিত ছিলেন।

অধিদপ্তরের প্রদর্শনী কক্ষে আর্ন্তজাতিক জাদুঘর দিবস উপলক্ষ্যে নির্বাচিত ২০টি প্রাচীন মুদ্রা প্রদর্শনীর উদ্বোধন

অধিদপ্তরের প্রদর্শনী কক্ষে আর্ন্তজাতিক জাদুঘর দিবস উপলক্ষ্যে নির্বাচিত ২০টি প্রাচীন মুদ্রা প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব খলিল আহমেদ

১১.২ আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের তত্ত্বাবধানে গত ১৯ মে ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখ দুপুরে নেত্রকোনা জেলার কেন্দুয়া উপজেলার সংরক্ষিত প্রত্নস্থল রোয়াইলবাড়ি দুর্গ প্র ডেংগু মিয়ার সমাধি প্রত্নস্থলে চলমান প্রত্নতাত্ত্বিক খননে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুর প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব জনাব চন্দন কুমার দে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন।

রোয়াইলবাড়ি কেন্দুয়া, নেত্রকোণায় খননে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুর প্রদর্শনী

রোয়াইলবাড়ি কেন্দুয়া, নেত্রকোণায় খননে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুর প্রদর্শনী পরিদর্শন করছেন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব চন্দন কুমার দে

১১.৩ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়নের নিমিত্ত রাজশাহী ও রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে প্রত্নবস্তু প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রত্নবস্তু প্রদর্শনীর শুভ উদ্বোধন করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মোঃ আবুল মনসুর মহোদয়।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ আবুল মনসুর কর্তৃক প্রত্নবস্তু প্রদর্শনী উদ্বোধন

প্রত্নবস্তু প্রদর্শনী পরিদর্শন করছেনসংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ আবুল মনসুর

১১.৪ আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ এর তত্ত্বাবধানে ২১ মার্চ ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ বাগেরহাট জেলার খানজাহান (র:) এর বসতভিটা প্রত্নঢিবিতে প্রত্নতাত্ত্বিক খননে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুর প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

খান জাহান (র:) এর বসতভিটা প্রত্নঢিবিতে প্রত্নতাত্ত্বিক খননে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুর প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন বাগেরহাট জেলার জেলা প্রশাসক

খান জাহান (র:) এর বসতভিটা প্রত্নঢিবিতে প্রত্নতাত্ত্বিক খননে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুর প্রদর্শনী পরিদর্শনে শিক্ষার্থীগণ

১১.৫ কুমিল্লার পাঁচথুবী মন্তের মুড়া প্রত্নস্থানে পরিচালিত প্রত্নতাত্ত্বিক খনন ২০২২-২৩ প্রাপ্ত প্রত্নবস্তু প্রদর্শনী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ড. মুহাম্মদ সোহরাব উদ্দীন, বিভাগীয় প্রধান, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় ও এ কে এম সাইফুর রহমান, আঞ্চলিক পরিচালক, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ, কুমিল্লা। এছাড়াও আরো ও উপস্থিত ছিলেন এ দপ্তরের বিভিন্ন গ্রেডের কর্মচারীবৃন্দ। অনুষ্ঠানে কুমিল্লার পাঁচথুবী মন্তের মুড়া প্রত্নস্থানে পরিচালিত প্রত্নতাত্ত্বিক খনন ২০২২-২৩ প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুর আলোকচিত্র প্রদর্শনী করা হয়।

ড. মুহাম্মদ সোহরাব উদ্দীন, বিভাগীয় প্রধান, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় প্রত্নবস্তু প্রদর্শনী প্রদর্শন করছেন

প্রকল্প বাস্তবায়ন
ও
বিভিন্ন বৈদেশিক সংস্থার সাথে কার্যক্রম

১২.১ লালবাগ দুর্গে যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের অর্থায়নে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “RRAD of Mughal Hammam, Lalbag Project” এর সমাপনী অনুষ্ঠান

গত ২২ মার্চ, ২০২৩ তারিখ বিকাল ০৩:০০ ঘটিকায় লালবাগ কেল্লার সেমিনার হলে “লালবাগ দুর্গে যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের অর্থায়নে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “RRAD of Mughal Hammam, Lalbag Project” এর সমাপনী অনুষ্ঠান” অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঢাকাস্থ মাণ্যবর রাষ্ট্রদূত H.E Peter D. Haas এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মো: আবুল মনসুর। সভাপতিত্ব করেন প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব চন্দ কুমার দে। আরো উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক এবং প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের বিভিন্ন গ্রেডের কর্মকর্তাবৃন্দ।

লালবাগ দুর্গে যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের অর্থায়নে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “RRAD of Mughal Hammam, Lalbag Project” এর সমাপনী অনুষ্ঠান

- প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ঐতিহাসিক রোজ গার্ডেনের প্রত্নতাত্ত্বিবক সংস্কার-সংরক্ষণ কাজ চলমান রয়েছে।
- গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ৪টি কাজের মধ্যে প্রত্নস্থলে পুকুর সংস্কারসহ পুকুর পাড়ের রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ কাজ এবং মাস্টার প্লান অনুযায়ী সীমানা প্রচীর নির্মাণ, আনসার শেড, বৈদ্যুতিক কক্ষ, অফিস কক্ষ ও টয়লেট ব্লক নির্মাণ এবং ডিপ টিউবওয়েল ও বৈদ্যুতিক জেনারেটর স্থাপন কাজ চলমান রয়েছে।
- গোলাপ বাগান তৈরি, উন্মুক্ত অঙ্গন এবং পাথওয়েসহ অনান্য স্থাপনা দীর্ঘস্থায়িত্বের জন্য বর্ষার পানি নিষ্কাশনে স্থায়ী ড্রেনেজ সিষ্টেম আধুনিকায়নে ইতোমধ্যে ঐতিহাসিক রোজ গার্ডেন চত্বরের ফিনিশড গ্রাউন্ড লেভেল (FGL) নির্ধারণ করা হয়েছে। সে অনুযায়ী স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্প বাস্তবায়নের ওয়ার্কিং নকশা পেশ করা হয়েছে যা অনুমোদনের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ভারত সরকারের অনুদানে কুষ্টিয়াস্থ "শিলাইদহ রবীন্দ্র কুঠিবাড়ির সম্প্রসারিত উন্নয়ন কার্যক্রম" বাস্তবায়নে সার্বক্ষনিক যোগাযোগসহ প্রয়োজনানুযায়ী সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। প্রকল্পের সার্বিক কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও সমন্বয়ের জন্য দুইপক্ষের অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তানুযায়ী কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- এছাড়া প্রকল্পসমূহের মধ্যে 'ময়মনসিংহ অঞ্চলের প্রত্নস্থলসমূহের সংস্কার-সংরক্ষণ ও উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি)'র সিদ্ধান্তানুযায়ী কার্যক্রম চলছে। প্রকল্পটির জনবল সংক্রান্ত প্রস্তাব অর্থ বিভাগে অনুমোদনের জন্য বিবেচনাধীন।
- ''সাতক্ষীরা প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর স্থাপন'' এবং ''প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ পুরাকীর্তি ও জাদুঘরসমূহের সংস্কার সংরক্ষণ ও উন্নয়ন'' শীর্ষক প্রকল্প ২টির ডিপিপি পূনর্গঠন করে অনুমোদনের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের (প্রত্নতত্ত্ব ভবনে ৩য় ও ৪র্থ তলার) ডিসপ্লে সেন্টার চালুকরণের নিমিত্ত পূর্ত ও বৈদ্যুতিক কাজ চলমান রয়েছে।

প্রশিক্ষণ

১৩.১ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের প্রশাসন শাখা কর্তৃক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন, অডিট আপত্তি বাস্তবায়ন, Stress Relief management, ই-ফাইলিং, নোট ড্রাফটিং,শুদ্ধ বানান চর্চা,অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থাপনা, Office Manners and Gender Sensivity প্রভৃতি বিষয়ক সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

১৩.২ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের আয়োজনে “প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি শীর্ষক” প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, খুলনার সকল গ্রেডের কর্মচারী ও খুলনা বিভাগীয় জাদুঘরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারী'গণ প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেন। ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত, তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর স্ব:প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা, জাদুঘর ও প্রত্নস্থলের সার্বিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা, জি আর এস সফটওয়্যার, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, শুদ্ধাচার এবং বাজেট ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন বিষয়সমূহের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

১৩.২ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের আয়োজনে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অংশ হিসেবে অডিট আপত্তি, তথ্য অধিকার আইন ২০০৯, এর বিধিমালা, প্রবিধিমালা, স্বত:প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

১৩.৩ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের আয়োজনে “প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি শীর্ষক” প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন,শুদ্ধাচার,তথ্য অধিকার আইন-২০০৯, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এবং অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা ও জি আর এস সফটওয়্যার বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের আয়োজনে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন জোনায়েদ রহিম, যুগ্মপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি

আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের আয়োজনে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী সকল প্রশিক্ষণার্থী

বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপন

১৪.১ জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন: ০৫ আগষ্ট ২০২২ খ্রিস্টাব্দ তারিখ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ পুত্র শেখ কামালের ৭৩তম জন্মবার্ষিকী, ০৮ আগষ্ট ২০২২ খ্রিস্টাব্দ তারিখ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিণী ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের ৯২তম জন্মবার্ষিকী এবং ১৮ অক্টোবর ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর পুত্র শেখ রাসেলের ৫৯তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে উপলক্ষে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর ও এর আওতাধীন সকল আঞ্চলিক কার্যালয় ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন প্রত্নস্থল/জাদুঘরসমূহে পুষ্পস্তবক অর্পণসহ আলোচনা সভা, মিলাদ ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

শেখ রাসেলের ৫৯ তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ

শেখ রাসেল এঁর ৫৯তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয় চট্টগ্রাম কর্তৃক শেখ রাসেল এর অস্থায়ী প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ

১৪.২ শোক দিবস পালনঃ ১৫ আগষ্ট ২০২২ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর ও এর আওতাধীন সকল আঞ্চলিক কার্যালয় ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন প্রত্নস্থল/জাদুঘরসমূহে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, ঐতিহাসিক ষাটগম্বুজ মসজিদে খতমে কোরআন পাঠ, গরীব ও দুঃখী পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ এবং সকল শহিদদের আত্মার মাগফিরাত কামনায় ঐতিহাসিক ষাটগম্বুজ মসজিদে মিলাদ ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবসে অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় কর্তৃক পুষ্পস্তবক অর্পন

জাতীয় শোক দিবসে আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, খুলনার পুস্পস্তবক অর্পন

লালবাগ দুর্গ জাদুঘরে দরিদ্রদের মধ্যে খাবার বিতরণ

১৪.৩ শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন: ১৪ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষ্যে অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ, রায়েরবাজার শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়।এছাড়াও অধিদপ্তরের অধীনস্ত দপ্তরসমূহে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত উত্তোলনসহ **আলোচনাসভা ও দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।**

শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবসে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করে উত্তোলন

শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবসে দোয়া অনুষ্ঠান

১৪.৪ মহান বিজয় দিবস উদযাপন: ১৬ ডিসেম্বর ২২ মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে প্রধান কার্যালয় সহ অধঃস্তন কার্যালয়ের ভবনসমূহে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, বিভিন্ন স্তরের কর্মচারিবৃন্দ একত্রিত হয়ে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুস্পস্তাবক অর্পণ এবং মাঠপর্যায়ের কার্যালয়ের উদ্যোগে স্থানীয় স্মৃতিসৌধে বিভিন্ন স্তরের কর্মচারি কর্তৃক পুস্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে রাজশাহী ও রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয়ের উদ্যোগে মুক্তির ফুলবাড়িতে পুস্পস্তবক অর্পন

বিজয় দিবসে আলোকচিত্র প্রদর্শনী প্রদর্শন করেন আগত দর্শণার্থীগণ

১৪.৫ ২১ ফেব্রুয়ারি উদযাপন: ২১ ফেব্রুয়ারি মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর ও এর আওতাধীন সকল দপ্তর ও জাদুঘরসমূহ শহিদের স্মরণে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেন এবং এ দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা, দোয়া ও বিশেষ মুনাজাতের আয়োজন করা হয়।

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, খুলনা কর্তৃক শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ

১৪.৬ ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ পালন: ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ উপলক্ষে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয় এবং ওসমানী স্মৃতি মিলায়তনে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উদযাপন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা হয় । এছাড়া সকল আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয় এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন জাদুঘর/ প্রত্নস্থলসমূহে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ ২০২৩ তারিখ উপলক্ষে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং জেলা প্রশাসন/ উপজেলা প্রশাসনের সাথে সমন্বয়পূর্বক পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয় ।

আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের পক্ষ থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন

১৪.৭ ১৭ মার্চ উদযাপন: ১৭ই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩ তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশুদিবস ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ উদযাপন উপলক্ষে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর ও এর আওতাধীন সকল আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয় এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন দপ্তরসমূহের পক্ষ থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, দোয়া ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এছাড়া ১৭ মার্চ বাংলাদেশে স্বপ্নে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন শিশুদের চোখ সমৃদ্ধি স্বপ্নে রঙিন” এই শ্লোগানকে উপজীব্য করে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের, আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয় খুলনা এবং নিয়ন্ত্রণাধীন জাদুঘর সমুহের ভবনে আলোকসজ্জা, জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, বঙ্গবন্ধুর জীবন, আদর্শ ও কর্মের উপর আলোচনা সভা ও দোয়া করা হয়। খুলনা বিভাগীয় জাদুঘরে আয়োজনে “প্রযত্নে বঙ্গবন্ধু হৃদয়ে বাংলাদেশ” পোস্টকার্ডে পত্র লিখন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

১৭ই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩ তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশুদিবস ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ উদযাপন উপলক্ষে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক পুস্পস্তবক অর্পণ

১৭ই মার্চ লালবাগ দুর্গ জাদুঘরে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

১৭ই মার্চ খুলনা বিভাগীয় জাদুঘরে পত্র লিখন প্রতিযোগিতা

১৪.৮ ২৬মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস উদযাপন: ২৬ মার্চ ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখ মহান স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর ও এর আওতাধীন সকল আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়ের পক্ষ থেকে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয় এবং নিয়ন্ত্রণাধীন জাদুঘর ও প্রত্নস্থলমূহে ২৫ শে মার্চ গণহত্যা দিবসে ব্ল্যাকআউট পালন এবং ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখ উদযাপন উপলক্ষে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ ও আলোকসজ্জা করা হয়। এছাড়া সর্বসাধারণ, বীর মুক্তিযোদ্ধা, শিশু-কিশোর, শিক্ষার্থী ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য বিনা টিকিটে উন্মুক্ত রাখা হয়।

২৬ মার্চ ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখ মহান স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

১৪.৯ আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস উদযাপন: ১৮ মে ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস ২০২৩ উপলক্ষে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর ও এর আওতাধীন সকল আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়সহ নিয়ন্ত্রণাধীন প্রত্নস্থল/জাদুঘরসমূহের পক্ষ থেকে বর্ণাঢ্য শোভা যাত্রা, সেমিনার এবং আগত দর্শনার্থীদের গাইডেড ভিজিটের আয়োজন করা হয়।

আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস উপলক্ষ্যে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের শোভাযাত্রা

আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস উপলক্ষ্যে পাহাড়পুর প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘরের শোভাযাত্রা

উৎসব আয়োজন

১৫.১ বর্ষামঙ্গাল ও ঐতিহ্য অন্বেষণ সংক্রান্ত উৎসব: গত ২২/০৬/২০২৩ খ্রি. তারিখে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরে বর্ষামঙ্গাল: ঐতিহ্য অন্বেষণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরে মহাপরিচালক জনাব চন্দন কুমার দে ও অধিদপ্তরের বিভিন্ন গ্রেডের কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

বর্ষামঙ্গাল ও ঐতিহ্য অন্বেষণ সংক্রান্ত উৎসবে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এর সাথে অধিদপ্তরের বিভিন্ন গ্রেডের কর্মচারীগণ

বর্ষামঙ্গাল ও ঐতিহ্য অন্বেষণ সংক্রান্ত উৎসবে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এর সাথে অধিদপ্তরের বিভিন্ন গ্রেডের কর্মচারীগণ

১৫.২ পিঠা উৎসব আয়োজন: গত ৬ মার্চ ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের উদ্যোগে পিঠা উৎসব ১৪২৯ বঙ্গাব্দ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব চন্দন কুমার দে (অতিরিক্ত সচিব) মহোদয় উৎসবের উদ্বোধন করেন। উৎসবে প্রধান কার্যালয় ও আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের সকল কর্মকর্তা / কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত হয়ে আনন্দমুখর পরিবেশে পিঠা উৎসব পালন করে।

পিঠা উৎসবের উদ্বোধন করেন প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব চন্দন কুমার দে মহোদয়

পিঠা উৎসবে মহাপরিচালক মহোদয়সহ কর্মকর্তাবৃন্দ

১৫.৩ নববর্ষ উদযাপন: ১৩ এপ্রিল ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখ আঞ্চলিক পরিচালক কার্যালয় ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগে ১৪৩০ বঙ্গাব্দের নববর্ষের উৎসব পালনের সূচনা করে। এ উপলক্ষ্যে চৈত্র সংক্রান্তি পালনসহ বিশেষ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা ও আলপনা অংকন করা হয়। এ সময় সকলকে নববর্ষের খই,বাতাসা ও কদমা দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।এছাড়া আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন জাদুঘর/ প্রত্নস্থলসমূহ বাংলা নববর্ষের ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে বিশেষ প্রদর্শনীর ব্যবস্থার আয়োজন করেন।

চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে মহাপরিচালক মহোদয়ের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময়

লালবাগ দুর্গ জাদুঘরে বাংলা নববর্ষ ১৪৩০ উপলক্ষ্যে লোকজ দ্রব্যাদির প্রদর্শনীর ব্যবস্থা

১৫.৪ আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয় খুলনার কর্মচারী'গন জেলা প্রশাসন, খুলনা কর্তৃক আয়োজিত মঙ্গল শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। বাংলা নববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে সকল জাদুঘর ও প্রত্নস্থান সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়। শিশু-কিশোর, ছাত্র-ছাত্রী, প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের বিনা টিকেটে প্রবেশের সুযোগ থাকে।

আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, খুলনা কর্তৃক মঙ্গল শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ

রবীন্দ্র কুঠিবাড়ী শিলাইদহ, কুষ্টিয়া এর পক্ষ থেকে বর্ষবরণ

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়,দপ্তরসমূহের মাননীয় মন্ত্রী, সচিব,অতিরিক্ত সচিবসহ বিভিন্ন ভিআইপিগণ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রত্নস্থল এবং জাদুঘরসমূহ পরিদর্শন করেন। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কিছু প্রত্নস্থল পরিদর্শনের তথ্য উল্লেখ করা হলো:

- গত ১০ মে ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস মহোদয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সুরক্ষায় কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্ত পুরাতন ঢাকার প্রত্নস্থলসমূহ পরিদর্শন করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়ের ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের আঞ্চলিক পরিচালক, আফরোজা খান মিতা, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সহকারী স্থপতি খন্দকার মাহফুজ আলম এবং লালবাগ দুর্গের সহকারী কাস্টোডিয়িান জনাব মো: তানজিলুর রহমান।
- গত ১৪ মে ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ এমপি এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব খলিল আহমদ মহোদয় পানাম নগর পরিদর্শন করেন। এ সময়ে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ পানামসিটির সহকারী কাস্টোডিয়ান, সোনারগাঁও থানার পুলিশ এবং ট্যুরিস্ট পুলিশ।
- ২৫ জানুয়ারী, ২০২৩ তারিখে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ এমপি মহোদয় মাইকেল মধুসূদন দত্তের ১৯৯ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে মাইকেল মধুসূদন দত্তবাড়ি পরিদর্শন করেন। উক্ত সময়ে খুলনা ও বরিশালের আঞ্চলিক পরিচালক জনাব লাভলী ইয়াসমিন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী'কে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান।
- ১৬ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের মাণ্যবর হাই কমিশনার জনাব প্রণয় ভার্মা কুষ্টিয়া জেলার সংরক্ষিত প্রত্নস্থান শিলাইদহ রবীন্দ্র কুঠিবাড়ী, পরিদর্শন করেন। এসময় মাণ্যবর হাই কমিশনারের স্ত্রী মিসেস মানু ভার্মা এবং রাজশাহীর সহকারী হাই কমিশনার জনাব মনজ কুমার উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সময়ে পরিদর্শন কাজে সহযোগীতা প্রদান করেন রবীন্দ্র কুঠিবাড়ির কাস্টোডিয়ান জনাব আল আমীন।
- ১২ মে, ২০২৩ তারিখে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক, এম. পি মহোদয় এবং বাগেরহাট-২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব শেখ সারহান নাসের তন্ময়, এম. পি মহোদয় ঐতিহাসিক ষাটগম্বুজ মসজিদে পবিত্র জুম্মার নামাজ আদায় করেন এবং নামাজ শেষে ষাটগম্বুজ মসজিদ ক্যাম্পাস পরিদর্শন করেন।

- ০৮-০৫-২৩ তারিখ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাঁকুর এঁর ১৬২তম জন্মোৎসব উপলক্ষ্যেনওগাঁ জেলার আত্রাই উপজেলার পতিসর রবীন্দ্র স্মৃতি জাদুঘরে জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেজনাব আ.ক.ম মোজাম্মেল হক, মাননীয় মন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জনাব কে এম খালিদ এমপি,মাননীয় প্রতিমন্ত্রী,সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং জনাব খলিল আহমদ, মাননীয় সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জনাব চন্দন কুমার দে, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, ঢাকা এবং জনাব মোঃ আতাউর রহমান, যুগ্ম-সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় মহোদয়গণ পতিসরে আগমন করেন।

- জনাব মোঃ আবুল মনসুর, সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং জনাব চন্দন কুমার দে, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর মহোদয়ের নীলফামারী জেলার সদর উপজেলার সংরক্ষিত পুরাকীর্তি বিন্নাদিঘী, হাই ইংলিশ স্কুল, নীল কুঠি এবং অন্যান্য প্রত্নস্থান পরিদর্শন করেন। মহোদয়গণের পরিদর্শনকালে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রাক্তন মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান নূর এমপি মহোদয় উপস্থিত ছিলেন।
- ০২ জুন, ২০২৩ তারিখে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ, এমপি কুমিল্লা জেলার লাকসাম উপজেলাস্থ নবাব ফয়জুন্নেসা জমিদার বাড়ি পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব চন্দন কুমার দে, আঞ্চলিক পরিচালক এ কে এম সাইফুর রহমানসহ অধিদপ্তরের অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপসকর্তৃক পুরাতন ঢাকার প্রত্নস্থলসমূহ পরিদর্শন

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ এমপি কর্তৃক পানাম নগর পরিদর্শন

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ এমপি মহোদয়কে ফুলেল শুভেচ্ছা প্রদান

ভারতের মাণ্যবর হাই কমিশনার জনাব প্রণয় ভার্মা এঁর কুষ্টিয়া জেলার সংরক্ষিত প্রত্নস্থান শিলাইদহ রবীন্দ্র কুঠিবাড়ী, পরিদর্শন

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক, এম.পি ষাটগম্বুজ মসজিদ ক্যাম্পাস পরিদর্শন

নওগাঁ জেলার আত্রাই উপজেলার পতিসর রবীন্দ্র স্মৃতি জাদুঘরে জাতীয় পর্যায়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাঁকুর এঁর ১৬২তম জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে জনাব আ.ক.ম মোজাম্মেল হক, মাননীয় মন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং জনাব কে এম খালিদ এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স ও প্রিন্ট মিডিয়াতে সাক্ষাতকার প্রদান করেন

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাঁকুর এঁর ১৬২তম জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে নওগাঁ জেলার আত্রাই উপজেলার পতিসর রবীন্দ্র স্মৃতি জাদুঘরে জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় জনাব কে এম খালিদ এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় স্থানীয় শিশু শিল্পীসহ মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রাক্তন মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান নূর এমপি মহোদয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মোঃ আবুল মনসুর মহোদয় এবং প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়ের নীলফামারী জেলার সদর উপজেলার সংরক্ষিত পুরাকীর্তি হাই ইংলিশ স্কুল পরিদর্শনের আলোকচিত্র

প্রশাসনিক কার্যক্রম

২০.১ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি: সরকারের বিঘোষিত নীতি ও কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন এবং সরকারি কর্মকাণ্ডে দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। সরকারের সার্বিক উন্নয়ন অগ্রাধিকার, সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার, এসডিজি, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ও সপ্তম/অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাজেট কাঠামোর আলোকে অধিদপ্তর বাষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন করে।

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক জনাব রতন চন্দ্র পণ্ডিত অধীনস্ত দপ্তর/সংস্থার প্রধানগনের সাথে ২২জুন ২০২২তারিখ ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করেন। অনুরূপভাবে ২১ জুন ২০২২ তারিখে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের সাথে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিবের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

২০.২ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল: সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সামগ্রিক উদ্যোগের সহায়ক কৌশল হিসেবে সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। এর অংশ হিসেবে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড প্রতিফলনের জন্য অন্যান্য বছরের মতো ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ও সুনির্দিষ্ট কৌশল প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের নিমিত্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছে। গত ০৪জুন ২০২৩ খ্রি.শুদ্ধাচার বাছাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ অধস্তন দপ্তরসহের (মাঠ পর্যায়সহ) বিভিন্ন গ্রেডের মোট ৩০ জন কর্মচারীকে শুদ্ধাচার পুরষ্কার ২০২২-২৩ প্রদান করা হয়। শুদ্ধাচার পুরষ্কার নীতিমালা অনুসারে শুদ্ধাচার পুরষ্কার হিসেবে ১ মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ এবং একটি সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

২০.৩ সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার): সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার) হলো নাগরিক ও সেবাদাতাদের মধ্যে একটি চুক্তি যেখানে সেবা সংক্রান্ত যাবতীয় বিবরণ ও নির্দেশনা বিবৃত থাকে। সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সেবা প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও শৃঙ্খলা আনয়ন করে। সিটিজেন চার্টার সেবা কার্যক্রমে নাগরিকদের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি এবং সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার) সংক্রান্ত তথ্য দেওয়া রয়েছে।

২০.৪ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২১ (২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে,'সকল সময়ে জনগণের সেবা করার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য। সেবার মান বৃদ্ধিও জন্য প্রয়োজন জনসেবা প্রদানকারী দপ্তরসমূহের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা। এতদুদ্দেশ্যে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা একটি কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং যে কোনো প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা ও কার্যকারিতা পরিমাপের অন্যতম সূচক হিসেবে এটি বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। জনগণের নিকট সরকারি দপ্তর সমূহের জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ, সেবার মানোন্নয়ন এবং সুশাসন সংহতকরণের মাধ্যমে ভোগান্তিবিহীন জনসেবা নিশ্চিতকরণই অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার মূখ্য উদ্দেশ্য ।অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সরকারি সেবারমান বৃদ্ধি, কম সময়ে, স্বল্প ব্যয়ে ও ভোগান্তিছাড়া সেবাপ্রদান এবং সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে স্বপ্রণোদিতভাবে সেবাপ্রদানে এগিয়ে আসার মনেবৃত্তির বিকাশ।

ক্র. নং	কখন যোগাযোগ করবেন	যোগাযোগের ঠিকানা	নিষ্পত্তির সময়সীমা	কোথায় যোগাযোগ করবেন
১.	দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা সমাধান দিতে ব্যর্থ হলে	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা	৩০ কার্যদিবস	মোঃ আবুল হোসেন সহকারী প্রত্নতাত্ত্বিক রসায়নবিদ মোবাইল:০১৭১২-৬১৭৭৮২০

				ইমেইল:mahossainch@yahoo.com
২.	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে না পারলে	**আপিল কর্মকর্তা**	৩০ কার্যদিবস	চন্দন কুমার দে মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর,ঢাকা।
৩.	আপিল কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে না পারলে	**আপিল কর্মকর্তা**	১৫ কার্যদিবস	মোঃ মিজানুর রহমান যুগ্মসচিব সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

২০.৫ উদ্ভাবনী কার্যক্রম: সরকারি কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নাগরিক সেবা সহজিকরণ ও সুশাসন সুসংহতকরণে উদ্ভাবন চর্চার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। উদ্ভাবন উদ্যোগ গ্রহণ ও উদ্যোগ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং প্রয়োজনীয় নীতি-পদ্ধতি প্রণয়নে ইনোভেশন টিমসমূহ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

ইনোভেশন টিমের কার্যপরিধি:

(ক) ইনোভেশন টিম প্রতি ত্রৈমাসিকে অধিদপ্তরের ই-গভর্ন্যানাস ও উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি বিষয়ে ০১টি কওে সভা করবে এবং অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।

(খ) আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি পর্যালোচনা করবে।

২০.৬ সেবা কার্যক্রমসমূহ: বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২২-২৩ এর ই গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ অধীন কার্যক্রম একটি উদ্ভাবনী ধারণা/সেবা সহজিকরণ/ডিজিটাইজেশন বাস্তবায়ন এর কর্মসম্পাদন সূচক (১.১.১) একটি উদ্ভাবনী ধারণা/সেবা সহজিকরণ/ডিজিটাইজেশন বাস্তবায়িত এর লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগীয় আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, কুমিল্লা কর্তৃক A2A-Access to Archaeological Sites শিরোনামে একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ উদ্ভাবনী ধারণায় ডিজিটাল প্লাটফর্মে ওয়েবপোর্টালের মাধ্যমে খুব সহজে চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগে অবস্থিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংরক্ষিত পুরাকীর্তির তথ্য ওয়ানস্টপ সেবা (One stop service) এর ন্যায় উপস্থাপন করা হয়েছে। A2A-Access to Archaeological Sites শিরোনামের এ উদ্বাবনী ধারণাটির মাধ্যমে সাধারণ জনগণ,দেশ-বিদেশের পর্যটক,গবেষক ও শিক্ষার্থীগণ পুরাকীর্তিসমূহের তথ্যপ্রাপ্তি ও অবস্থানে গমণের ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারে।

২০.৭ পদ সৃজন: প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের ০৬ টি পরিচালকের পদসহ মোট ১০৮ টি পদ সৃজনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অধিদপ্তরে ৬২জন ওয়ার্কচার্জ কর্মচারীর নিয়োগ নিয়মিত সংস্থাপনে আনয়নের কার্যকম চলমান রয়েছে।

২০.৯ পেনশন প্রদান: অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের ০৫ জন সহ অধীনস্ত ০৪টি বিভাগীয় আঞ্চলিক কার্যালয়ের(ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগ- ০৫ জন, রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ- ০৫ জন, খুলনা বিভাগ-০২ জন, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ ২ জন) বিভিন্ন গ্রেডের মোট ১৯ জন কর্মচারীকে পেনশন প্রদান করা হয়েছে।

২০.১০ নিয়োগঃ ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর ২১ ক্যাটাগরির মোট ৩৯ জনকে বিভিন্ন পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও পদোন্নতিযোগ্য পদে ডিপিসি সভা আহবানের শাধ্যমে সকল পদোন্নতিযোগ্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২০.১১ পদোন্নতি: অধিদপ্তর ও আওতাধীন দপ্তরসমূহের মোট ২৩ জন বিভিন্ন গ্রেডের কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

২০.১২ রাজস্ব আয়: ২০২২-২৩ অর্থবছরে অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রত্নস্থল ও জাদুঘরে আগত দেশী দর্শনার্থীর সংখ্যা ৫১,০৬,৮৮০ জন, বিদেশী দর্শনার্থীর সংখ্যা-২২,৬৩৬ এবং এখাতে রাজস্ব আয়-৮,৫৭,২৬,৭১৫/-টাকা। এছাড়া ৩১টি প্রত্নস্থল/জাদুঘর ব্যতীত সারাদেশের পাঁচ শতাধিক প্রত্নস্থলে বিনা টিকিটে আগত দর্শনার্থীর সংখ্যা-২৩,৬৪,১৩০ জন।

২০.১৩ আয়-ব্যয়: ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মোট অর্জন ৯৪২২৫৬৪৯/-(নয় কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ পঁচিশ হাজার ছয়শত ঊনপঞ্চাশ টাকা)। প্রধান কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয় ও জাদুঘরসমূহের বাজেট বরাদ্দ ও অব্যয়িত অর্থের হিসাব বিবরণী:

ক্র.নং	দপ্তরের নাম	বাজেট	সংশোধিত বাজেট	প্রকৃত ব্যয়	অব্যয়িত	শতকরা ব্যয়ের হার
০১.	প্রধান কার্যালয়	৯৩৪৩০০০০/-	৯৩২৫০০০০/-	৮৫২২৪০০০/-	৮০২৬০০০/-	৯১.৩৯%
০২.	আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ	৩৮৫৯৯৫০০০/-	২৬০১৫৮০০০/-	২৩৯৫২৬০০০/-	২০৬৩২০০০/-	৯২.০৬%
০৩.	জাদুঘরসমূহ	১১২৩৭৫০০০/-	১০৩৫১৯০০০/-	৮৭০২৮০০০/-	১৬৪৯১০০০/-	৮৪.০৬%
সর্বমোট=		৫৯১৮০০০০০/-	৪৫৬৯২৭০০০/-	৪১১৭৭৮০০০/-	৪৫১৪৯০০০/-	৯০.১১%

বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের এক সমৃদ্ধ ভাণ্ডার। জাতির পিতার স্বপ্নকে বাস্তব করে তুলতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ডিজিটাল বাংলাদেশ এর লক্ষ্যপূরণ করে বর্তমানে দেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তোলার ঘোষণা দিয়েছেন। এই লক্ষ্য পূরণে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর স্মার্ট প্রযুক্তি ব্যবহার করে কিভাবে খুব সহজে সাধারণ জনগণ,দেশ-বিদেশের পর্যটক,গবেষক ও শিক্ষার্থীগণ পুরাকীর্তিসমূহের তথ্যপ্রাপ্তি ও অবস্থানে গমণের ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারে এবং প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য সচেতন সংস্কৃতি মনস্ক জাতি গঠনে ও ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশকে আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।